بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“গণতন্ত্র” একটি কুফরী মতবাদ

পার্ট-১

সীট নং-১১

শাঈখুল হাদীস মুফতি, মুহাম্মদ জসিমুদ্দীন রাহমানী শাঈখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল। খতিব, হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	তারিখঃ ২২.৫.২০০৯ সময়ঃ বাদ জুমা স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি। প্রতি জুম'আর খুত্‌বা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: http://jumuarkhutba.wordress.com

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। যার ভিতরে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জাহানের উন্নতির পথ ও পাথেয় বর্ণিত রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর সকল নাবী ও রাসূলদের দ্বীন কায়িম করার নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

অর্থঃ “তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কায়িম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।” (সুরা আশ্ শুরা ৪২ঃ ১৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরো বলেনঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অর্থঃ “তিনিই সে সত্তা যিনি তঁঅর রাসূলকে হিদায়াত এবং একমাত্র হাক্ব দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন (সে দ্বীনকে) অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।” (সুরা আত তাওবাহ ৯ঃ ৩৩, সুরা আল ফাতাহ ২৮, সুরা আস সাফ্ ৯)

এবারে (এখন) প্রশ্ন জাগে যে, দ্বীন কায়িম করব কিভাবে? কোন পদ্ধতিতে? এ ব্যাপাওে আমাদের কি আক্বিদাহ রাখা উচিৎ? একদল মুসলিম নামধারী আলিম মনে করে যে, গণতন্ত্র-ই হচ্ছে ইসলাম কায়িমের একমাত্র পথ। এজন্য তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, ভোট দেন আবার কেউ কেউ এই ভোট দেয়াকে পবিত্র আমানাত হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

এ আক্বিদাহ গ্রহণকারীগণ দেখতে পাচ্ছেন যে, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই ভোটের দরকার হয় এবং মেজোরিটি পার্সেন্ট ভোটও পেতে হয়। সুতরাং ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান, নাস্তিক ও মুরতাদসহ সকলেরই সমর্থন নিতে হবে এবং অধিকাংশ ভোট অর্জন করতে হবে। তাদের কাছে বর্তমান ভোট যুদ্ধই প্রকৃত ইসলামী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভ করার মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়িম করা সম্ভব। এজন্য তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন, ভোট দেন, ভোট নেন; কেউ কেউ আবার গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকেনঃ একটি "ইসলামী গণতন্ত্র" অপরটি "পশ্চিমা গণতন্ত্র"। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, তারা যে নির্বাচন করেন তা কি ইসলামী গণতন্ত্রের অধীনে নাকি পশ্চিমা গণতন্ত্রের অধীনে? আর এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যই বা কি? কে সেই ইসলামী গণতন্ত্রের আবিস্কারক? হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাকি অন্য কেউ?

আমাদের দেশে বর্তমানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের Syllabus গুলোর দিকে একটু মনোযোগ দিলে একথা বুঝতে কারো কষ্ট হবেনা যে, এসব সিলেবাস পাশ্চাত্যের আর্দশ শিক্ষা দেয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যাল গুলোর রাষ্ট্র বিজ্ঞানে গণতন্ত্র সম্পর্কে যা লিখা রয়েছে, পাশ্চাত্য দেশীয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও তাই আছে। আমাদের দেশের অর্থনীতি বিষয়ে যা পড়ানো হয় তা IMF, World Bank, WTO, GATTS, PRSP ইত্যাদি ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের দেশের সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মানবাধিকারের যে ধারণা উপস্থাপন করা হয় তা পাশ্চাত্য থেকে ধার করা ধারণার চেয়ে একচুলও বাইরে নয়। এমতাবস্থায় যারা গণতন্ত্রকে শুধুমাত্র সরকার গঠন, সরকার পরিচালনা ও সরকার বিলোপ সাধনের প্রক্রিয়ার সমার্থক মনে করে ইসলামের শুরার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্খলার প্রতীক "খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ"এর ধারণাকে বিসর্জন দিতে চেয়েছেন তারা যে কত বড় বোকার স্বর্গে বাস করছেন তা বোঝানোর ভাষা আমাদের নেই।

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে দুনিয়ার লাগাম পাশ্চাত্যের হাতে। এদের রাজনৈতিক শ্লোগান হলো "গণতন্ত্র", সামাজিক বুলি হলো "মানবাধিকা", আর এদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো "সুদ"। সুতরাং যারাই গণতন্ত্রের কথা বলবে, তাদেরকে পাশ্চাত্যের আধিপত্যকে মেনে নিতেই হবে। কারণ, অনূকুল হাওয়ায় পাল তুলে প্রতিকুলে যাবার ভাবনা পাগলের কিংবা অব্বাচীনের। সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মু'মিন-মুসলিমদের হতে পারেনা। কারণ, ইসলাম ও গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী-সাংঘর্ষিক দুটি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত জীবন ব্যবস্থা আর গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের ভোটে নির্বাচিত এম.পি-দের তৈরী জীবন ব্যবস্থা। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে শিক্ষিত লোকের চেয়ে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি, বুদ্ধিমানের চেয়ে বোকা বেশি, ঈমানদারদের চেয়ে বেঈমানদের সংখ্যা বেশি। এমতাবস্থায় যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ

লোকের ভোট গ্রহণ করা হয় তাহলে ভাল লোকের তুলনায় মন্দ লোকেরাই বেশি নির্বাচিত হবে। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতও তাই বলছে। দলীলঃ

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ "আর তুমি আকাঙ্খা করলেও অধিকাংশ মানুষ মু'মিন হবার নয়।" (সুরা আল ইউসুফ ১২ঃ ১০৩)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অর্থঃ "তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শির্ক করা অবস্থায়।" (সুরা আল ইউসুফ ১২ঃ ১০৬)

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ "আলিফ- লাম- মীম- রা; এগুলো কিতাবের আয়াত, আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।" (সুরা আর রাদ ১৩ঃ ১)

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "বরং তিনি, যিনি যমীনকে আবাদযোগ্য করেছেন এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সুরা আন্ নামল ২৭ঃ ৬১)

أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "জেনে রাখ, নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে, তা আল্লাহরই। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু তাদের অধিংকাশই জানে না।" (সুরা আল ইউনুস ১০ঃ ৫৫)

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "অতঃপর যখন তাদের কাছে কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য। আর যখন তাদের কাছে অকল্যাণ পৌছত তখন তারা মূসা ও তা সঙ্গীদেরকে অশুভলক্ষুনে মনে করত। তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহর কাছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।" (সুরা আল আ'রাফ ৭ঃ ১৩১)

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "আর নিশ্চয় যারা যুলুম করবে তাদের জন্য থাকবে এছাড়া আরো আযাব; কিন্তু তাদের বেশিভাগই জানে না।" (সুরা আত্ তুর ৫২ঃ ৪৭)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ " আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেনঃ এক ব্যক্তি যার মনিব অনেক, যারা পরস্পর বিরোধী এবং আরেক ব্যক্তি যে এক মনিবের অনুগত, এ দুজনের অবস্থা কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না ।" (সুরা আয্ যুমার ৩৯ঃ ২৯)

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "অতঃপর কোন বিপদাপদ মানুষকে স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমি আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করি তখন নে বলে, জ্ঞানের কারণেই কেবল আমাকে তা দেয়া হয়েছে। বরং এটা এক পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিংকাশই তা জানে না।" (সুরা আয্ যুমার ৩৯ঃ ৪৯)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; কিন্তু তাদের অধিংকাশই তা জানে না।" (সুরা আল লুকমান ৩১ঃ ২৫)

وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "আর তারা বলে, কেন তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নির্দশন নাযিল করা হয়নি? উলুন, নিশ্চয় আল্লাহ যে কোন নির্দশন নাযিল করকে সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিংকাশই তা জানে না।" (সুরা আল আন'আম ৬ঃ ৩৭)

فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে যেন কোন দুশ্চিন্তা না করে। আর সে যেন জানতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু তাদের অধিংকাশই তা জানে না।" (সুরা আলা ক্বাসাস ২৮ঃ ১৩)

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "আর তারা বলে, আমরা যদি তোমার সাথে হিদায়াতের অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে। আমি কি তাদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে জায়গা করে দেইনি? যেখানে তাদের রিযিকের জন্যে আমার কাছ থেকে সব ধরনের ফলমূল আসে, কিন্তু তাদের অধিংকাশই তা জানে না।" (সুরা আল ক্বাসাস ২৮ঃ ৫৭)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ "আর নিশ্চয় তোমার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের বেশির ভাগই শুকরিয়া আদায় করে না।" (সুরা আন্ নামল ২৭ঃ ৭৩)

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ

অর্থঃ "আর যদি তোমরা তাকে নিয়ে না আস, তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন পরিমাপকৃত (রসদ) নেই এবং তোমরা আমার নিকবর্তীও হয়ো না।" (সুরা আল ইউসুফ ১২ঃ ৬০)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ "নিশ্চয় এতে রয়েছে নির্দশন, আর তাদের অধিকাংশ মু'মিন নয়।" (সুরা আশ শুয়ারা ২৬ঃ ১০৩, ১২১, ৮, ৬৭, ১৭৪, ১৯০)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ "অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করল, ফলে তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম; অবশ্যই এতে নির্দশন রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশ মু'মিন ছিলনা।" (সুরা আশ শুয়ারা ২৬ঃ ১৩৯)

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ "অতএব আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল, নিশ্চয়ই এতে নির্দশন রয়েছে, আর তাদের অধিকাংশ মু'মিন ছিলনা।" (সুরা আশ শুয়ারা ২৬ঃ ১৫৮)

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ

অর্থঃ "তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও (এভাবে) গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল।" (সূরা আছ ছাফফাত ৩৭ঃ ৭১)

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থঃ "এরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া (অন্য কাউকে) ইলাহ বানিয়ে রেখেছে? (হে নবী, তুমি) বলো, তোমরা দলীল প্রমাণ উপস্থিত করো, (এটা) আমার সাথীদের কিতাব এবং (এটা) আমার পূর্ববর্তীদের কিতাব, (পারলে এখান থেকে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করো;) এদের অধিকাংশ (মানুষই প্রকৃত সত্য) জানে না, তা (সত্য থেকে) এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সূরা আল আম্বিয়া ২১ঃ ২৪)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

অর্থঃ "নাকি তারা বলছে যে, তার মধ্যে কোন পাগলামী রয়েছে? না, বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়েই এসেছিল। আর তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দকারী।" (সূরা আল মু'মিনুন ২৩ঃ ৭০)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

অর্থঃ "তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? (আসলে) এরা হচ্ছে পশুর মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তারা (আরো) বেশি বিভ্রান্ত।" (সূরা আল ফুরকান ২৫ঃ ৪৪)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُورًا

অর্থঃ "আমি বার বার এ (ঘটনা) টি তাদের মাঝে সংঘটিত করি, যাতে করে তারা (এ বিষয়টি থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমার অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু করতে অস্বীকার করলো।" (সূরা আল ফুরকান ২৫ঃ ৫০)

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ

অর্থঃ "ওরা (শয়তানের কথা) শোনার জন্যে কান পেতে থাকে, আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে (নিরেট) মিথ্যাবাদী।" (সূরা আশ শুয়ারা ২৬ঃ ২২৩)

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ "আমি তো আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতেরই অনুসরণ করে আসছি; (ইবরাহীমের সন্তান ও তাঁর অনুসারী হিসেবে) এটা আমাদের শোভা পায় না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবো; (তাওহীদের) এ (উত্তরাধিকার) হচ্ছে আমাদের ওপর এবং সমস্ত মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার এক (মহা) অনুগ্রহ, কিন্তু (আমাদের) অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।" (সূরা ইউসুফ ১২ঃ ৩৮)

জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রভাবিত হওয়া নিষেধঃ

قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ "(হে রাসূল,) তুমি বলো, পাক ও নাপাক জিনিস কখনো সমান হতে পারে না, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতোই তোমাকে চমৎকৃত করুক না কেন! অতএব হে জ্ঞানবান মানুষেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, (আশা করা যায়) তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" (সূরা আল মায়িদা ৫ঃ ১০০)

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

অর্থঃ "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ন হয়ে গিয়েছিল। অতপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রর্দশন করে পলায়ন করেছিলে।"

(সূরা আত তাওবাহ ৯ঃ ২৫)

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার